দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

সকলের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা

গত ২০ মে জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের ১৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বিশ্বনেতারা বিভিন্ন দেশের উপজাতিদের দুর্দশার চিত্র তুলিয়া ধরেন। তাহারা বর্তমানে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তন্মধ্যে বড় উদ্বেগের বিষয় হইল, বিশ্বব্যাপী উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা দ্রুত হারাইয়া যাইতেছে। ভাষা ও সংস্কৃতি হারাইয়া দিন দিন তাহাদের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়িতেছে। তবে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়নে দৃষ্টিগ্রাহ্য পদক্ষেপ নিয়াছে। তাহারই ধারাবাহিতকায় উপজাতিদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বই বিনামূল্যে পাইবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সঙ্গে এক বৈঠক শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। ইহা একটি শুভ সংবাদ ও ভালো উদ্যোগ। সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাইলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ত্বরান্বিত হইবে।

জানা যায়, সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদরি ও গারো ভাষায় পাঠ্যবই প্রকাশ করিয়া আগামী শিক্ষাবর্ষে বিতরণ করিবে। বিষয়টি খুবই আশাব্যঞ্জক এই কারণে যে, মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষার সুযোগ অবারিত থাকিলে যে কাহারও পক্ষে শিক্ষার গভীরে প্রবেশ করা সহজতর হইয়া যাইবে। ইহা জাতীয় উন্নয়নের জন্যও একান্ত দরকার। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর এইজন্য তিনটি ভাষায় সমান দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি তাহাদের বাংলা ও ইংরেজি বা অন্য কোনো কর্মসংস্থান উপযোগী বিদেশি ভাষা শিখিতে হইবে নিজ প্রয়োজনেই। এই কথাটি সকল শ্রেণির নাগরিকের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। ভাষা শিক্ষাই যে কোনো শিক্ষার ভিত্তিমূল। তাই এই ভিত্তিকে অবহেলা করিবার কোনো অবকাশ নাই। নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের দাবিটি আসলে বহুদিনের। আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে তাহার অগ্রযাত্রা শুরু করিবার পর ইহার ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় রাখিতে হইবে। উত্তরোত্তর ইহার পরিধি ও স্তর বাড়াইতে হইবে। অর্থাৎ শুধু প্রাক-প্রাথমিক নহে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যন্ত যাহাতে তাহারা নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে ও নিজ মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই ব্যাপারে রাজধানীতে অবস্থিত ভাষা ইনস্টিটিউট সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালন করিতে পারে।

কেহ কোনো ভালো কাজ করিলে তাহার প্রতি প্রত্যাশা আরও বাড়িয়া যায়। আমরা আশা করি, পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষায়ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে সদাশয় সরকার। তবে শুধু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিলেই চলিবে না, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকও নিয়োগ দিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের ভাষা ও অধিকার রক্ষার মাধ্যমে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়িয়া তোলা সম্ভব। ইহাতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি আরও টেকসই হইবে। কোনো জাতিগত বিভেদ, বঞ্চনা ও ক্ষোভ দেখা দিবে না। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ সারাবিশ্বে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনি অন্যান্য ভাষাভাষীর অধিকার রক্ষায়ও সারা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। নৃ-গোষ্ঠীর নিজ মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সেই আকাঙ্ক্ষাকেই পূরণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।